Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/7/2026 3:35 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৪ মাঘ ।। ১৪৩২।। শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/7/2026 3:35 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৪ মাঘ ।। ১৪৩২।। শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৫০ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

শুক্রে জারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, শনিতেই আর জি কর দুর্নীতি মামলায় আত্মসর্মপণ আখতার আলির

ইসলামাবাদে আত্মঘাতী বোমারুর হামলায় ভারতকে কাঠগড়ায় তুলল পাকিস্তান! কড়া বিবৃতি নয়াদিল্লির

ইরানের তেল কেনাবেচার শাস্তি! মার্কিন কোপে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের সংস্থা, নিষেধাজ্ঞা ১৪ জাহাজেও

সিঁদুরেও শিক্ষা হয়নি পাকিস্তানের!

দিল্লি কাঁপানোর হুমকি লস্কর নেতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পাকিস্তানের মাটি যে আজও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের চারণভূমি, তা আরও একবার বিশ্বমঞ্চে প্রমাণিত হল। সম্প্রতি লাহোরে আয়োজিত এক জনসভায় দাঁড়িয়ে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে হামলা চালানো এবং অখণ্ড ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করার প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি দিল লস্কর জঙ্গি সৈয়দ আব্দুল রহমান নকভি। লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন পাকিস্তান মারকাজি মুসলিম লিগ-এর প্রধান হিসেবে পরিচিত নকভি কেবল দিল্লি নয়, আগ্রা থেকে দাক্ষিণাত্য সর্বত্র আগুন জ্বালানোর উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছে।কাশ্মীরকে মুক্ত করার ডাক দিয়ে নকভির এই আস্ফালন এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন পাকিস্তান জুড়ে সরকারি মদতে পালিত হচ্ছে তথাকথিত কাশ্মীর সংহতি দিবস। আন্তর্জাতিক মহলের আপত্তি ও ভারতের কড়া বার্তা উপেক্ষা করে প্রতি বছরের মতো এবারও ৫ ফেব্রুয়ারি এই দিনটি পালন করেছে ইসলামাবাদ। তবে এই কর্মসূচিকে ঘিরে এবার পাকিস্তান সরকারকেই চরম আন্তর্জাতিক বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়েছে। প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাকিস্তানের এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে সরব হয়েছেন প্রবাসী কাশ্মীরিরা। ব্রিটেন, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী কাশ্মীরি এবং এমনকি সাধারণ পাকিস্তানি নাগরিকদের একাংশও পাক সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে চলা

হিংসা, দমন-পীড়ন এবং নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করতেই এই দিনটিকে রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে পাক প্রশাসন। বিভিন্ন দেশে আয়োজিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে স্লোগান উঠেছে সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করুন।উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ প্রথম এই দিনটির সূচনা করেছিলেন। প্রতি বছর এই দিনে পাকিস্তানে সরকারি ছুটি থাকে এবং রাজনীতিকরা এটিকে ভারতবিরোধী বিদ্বেষ ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। এবারও নকভির মতো জঙ্গি নেতাদের প্রকাশ্য জনসভা এবং নাশকতামূলক হুমকি প্রমাণ করল যে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ছত্রছায়ায় পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের শিকড় কতটা গভীরে।

ফের রণক্ষেত্র বাংলাদেশ!

ইউনূসের বাসভবন ঘেরাও, পুলিশি অভিযানে আহত বহু

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ঠিক যেন ২০২৪-এর অগস্টের সেই উত্তাল দিনগুলোর পুনরাবৃত্তি। বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের মাত্র পাঁচ দিন বাকি থাকতেই ফের অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল ওপার বাংলা।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারি বাসভবন যমুনা অভিমুখে হাজার হাজার বিক্ষোভকারীর মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ঢাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও বিজিবি-কে (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) জলকামান, কাঁদানে গ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করতে হয়।সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, এই বিক্ষোভের মূলে রয়েছে 'ইনকিলাব মোর্চা' নামক একটি সংগঠন। গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার পলটন এলাকায় আততায়ীদের গুলিতে জখম হন ওসমান হাদি। পরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। হাদির মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গতকাল ঢাকায় এক বিশাল বিক্ষোভ

মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে পৌঁছলে উন্মত্ত জনতা ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে।নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় পদপিষ্ট হয়ে এবং পুলিশের লাঠিচার্জে বহু মানুষ আহত হয়েছেন বলে খবর।ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জনরোষের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে। বিক্ষোভকারীরা একাধিক সংবাদমাধ্যমের অফিসে ভাঙচুর চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। নতুন করে আক্রমণের মুখে পড়ে ৩২ ধানমন্ডির বঙ্গবন্ধু ভবন এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছায়ানট।

এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে এই পর্যায়ের বিশৃঙ্খলা নির্বাচনের আগে প্রশাসনের চিন্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।সরকারের ওপর চাপ বাড়িয়ে রাজপথে নেমেছেন সরকারি কর্মীরাও। তাঁদের দাবি; অবিলম্বে গেজেট নোটিফিকেশন জারি করে নবম পে-স্কেল কার্যকর করতে হবে। বাজারের অগ্নিমূল্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিক্ষোভকারীদের স্লোগানে। তাঁদের দাবি, পেটে ভাত নেই, মুখে কীসের উন্নয়নের বুলি?আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে বহু প্রতীক্ষিত সাধারণ নির্বাচন। দীর্ঘ সময় পর নির্বাচিত সরকার গঠনের এই প্রক্রিয়ার ঠিক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এমন গণবিক্ষোভ ইউনূস সরকারের গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/7/2026 3:35 PM Page 3

কবে শরীরের সেরা সময় শেষ হয় ?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ যখন আমরা তরুণ, তখন বয়স বাড়ার অনিবার্য সত্যিটা যেন অনেক দূরের কোনও দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই সময়ে মনে হয়, এই দৌড়ঝাঁপ, শরীরের চনমনে ভাব -সব বুঝি ঠিক এরকমভাবেই চিরকাল থাকবে। কিন্তু দীর্ঘ ৪৭ বছরের একটি গবেষণা বলছে, বাস্তবটা মোটেই তেমন নয়। বেশিরভাগ মানুষ মধ্য বয়সে পৌঁছনোর আগেই শরীরের সেরা সময় পেরিয়ে ফেলেন। শরীর যখন ধীরে ধীরে ছোটখাটো আঘাত সামলাতে পারে না, ক্লান্তি জমতে থাকে, এই 'পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন' যে খুব দূরে নয়, সেটাই জানাচ্ছে সুইডিশ রিসার্চ কাউন্সিলের অর্থপুষ্ট এই গবেষণা।গবেষকরা প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ মিলিয়ে ৪২৭ জন মানুষের শারীরিক সক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, বেশিরভাগ মানুষের শারীরিক ক্ষমতা সর্বোচ্চ থাকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত। তার পর থেকেই শুরু হয় ধীরে ধীরে পতন।সুইডেনের গবেষকদের দলটি আরও জানাচ্ছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শারীরিক অবক্ষয় ক্রমশ দ্রুততর হয়। মূল কারণ হল, স্কেলেটাল মাসল বা পেশির ভর ধীরে ধীরে কমে যাওয়া।তবে এই খবর শুনে এখনই পুরোপুরি হতাশ হবেন না।

গবেষণায় এমন একটি অভ্যাসের কথাও উঠে এসেছে, যা এই প্রক্রিয়াকে অনেকটাই ধীর করতে পারে। যাঁরা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ৩৫ বছর বয়সেই শারীরিক সক্ষমতার শিখর আসে, এই ব্যাপারটা বদলায় না। তবে হ্যাঁ, ভাল ফিটনেস থাকলে শারীরিক সক্ষমতার কমার গতি অনেকটাই কমে যায়।অর্থাৎ নিয়মিত ব্যায়াম করা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু যতই জিমে সময় কাটান বা দৌড়ান না কেন, কিশোর বয়স বা কুড়ির কোঠার সেই ফিটনেস আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এর আগেও শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়াবিদদের উপর হওয়া গবেষণায় একই ধরনের তথ্য মিলেছে বলে জানাচ্ছে সায়েন্স অ্যালার্ট। অধিকাংশ খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রেই ৩০ বছর বয়সের পর থেকে পারফরম্যান্স কমতে শুরু করে। এর থেকে গবেষকদের ধারণা, শরীরে পেশি ক্ষয়ের প্রক্রিয়া হয়তো শারীরিক পারফরম্যান্স কমার বহু বছর আগেই শুরু হয়ে যায়, এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যায়ামের প্রভাব সীমিত হয়। জার্নাল অফ ক্যাক্সেসিয়া, সারসপেনিয়া এবং মাসল -এ প্রকাশিত এই গবেষণাটি মূলত সাধারণ মানুষের উপর ভিত্তি করে, কোনও পেশাদার অ্যাথলিট নয়। তবু আশ্চর্যের বিষয়, এখানেও পেশি ক্ষয়ের ধরণ প্রায় একই রকম দেখা গিয়েছে। এ পর্যন্ত এই বিষয়ে হওয়া বেশিরভাগ গবেষণাই ছিল নির্দিষ্ট সময়ের ছবি যে একটি বয়সে মানুষ কেমন আছে, তা দেখা। কিন্তু এই গবেষণাটি ছিল লংগিটিউডিনাল, অর্থাৎ একই মানুষদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুসরণ করা হয়েছে।গবেষণা শুরু হয় ১৯৭৪ সালে, যখন অংশগ্রহণকারীদের বয়স ছিল ১৬। এরপর তাঁদের শারীরিক শক্তি ও ফিটনেস পরীক্ষা করা হয় ১৬, ২৭, ৩৪, ৫২ ও ৬৩ বছর বয়সে।

ফলাফল বলছে,

পুরুষদের পেশির ক্ষমতা সর্বোচ্চ হয় ২৭ বছরে,নারীদের ক্ষেত্রে তা আরও আগে, ১৯ বছরে।এরপর প্রতি বছর পেশির ভর ০.২ থেকে ০.৫ শতাংশ করে কমতে থাকে।৬৩ বছরে পৌঁছনোর সময় দেখা যায়, শারীরিক সক্ষমতা ৩০ থেকে ৪৮ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছে।তবে যাঁরা ১৬ বছর বয়স থেকেই নিয়মিত ভারী শরীরচর্চা করেছেন, তাঁদের সব ক্ষেত্রেই ফলাফল তুলনামূলক ভাল ছিল, যদিও তাঁদের ক্ষেত্রেও ৩৫-এর পর পতন শুরু হয়েছে।গবেষণার প্রধান লেখক বলছেন, ব্যায়াম শুরু করার জন্য কোনও বয়স-ই দেরি হওয়ার কারণ হতে পারে না। আমাদের গবেষণা দেখাচ্ছে, শারীরিক পরিশ্রম কর্মক্ষমতার পতনকে ধীর করতে পারে, যদিও পুরোপুরি থামাতে পারে না। তিনি আরও জানান,এখন আমরা খুঁজে দেখব কেন সবাই ৩৫ বছর বয়সেই শারীরিক শিখরে পৌঁছয় এবং কেন শরীরচর্চা এই পেশির সক্ষমতার পতনকে পুরোপুরি আটকাতে পারে না।

এনার্জি ড্রিঙ্কে হতে পারে চরম বিপদ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ রাত জেগে পড়াশোনা হোক কিংবা একটানা কাজের ক্লান্তি দূর করতে অথবা শরীরে তৎক্ষণাৎ এনার্জি পেতে, আজকাল অনেকেই এনার্জি ড্রিঙ্কে চুমুক দেন। কিন্তু ক্যানবন্দি এনার্জি ড্রিঙ্ক খাওয়া কি আদৌ ভাল? নাকি বাজারচলতি এই সব পানীয় উল্টে শরীরের বিপদ ডেকে আনে? বিশেষজ্ঞদের মতে, এনার্জি ড্রিঙ্ক স্বাস্থ্যের ভয়ঙ্কর ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এনার্জি ড্রিঙ্কে সাধারণত খুব বেশি মাত্রায় ক্যাফেইন থাকে। আর এই ক্যাফেইন শরীর থেকে দ্রুত জল বের করে দেয়। ফলে শরীরে জলের ঘাটতি বা ডিহাইড্রেশন তৈরি হয়। চিকিৎসকদের মতে, শরীরে যখন পর্যাপ্ত জল থাকে না, তখন কিডনিকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। দীর্ঘদিন এমন হলে কিডনির স্বাভাবিক কাজ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে।শুধু ক্যাফেইন নয়, এনার্জি ড্রিঙ্কে থাকা অতিরিক্ত চিনিও বড় বিপদের কারণ। এক ক্যান এনার্জি ড্রিঙ্কে অনেক সময় দৈনিক প্রয়োজনের চেয়েও বেশি চিনি থাকে। এই

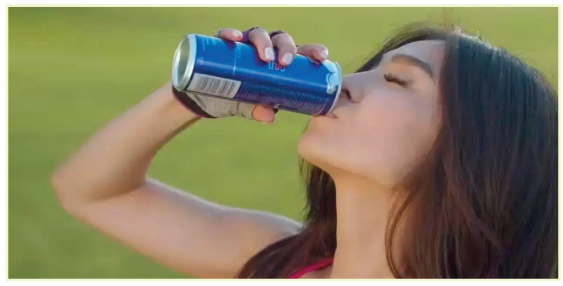

অতিরিক্ত চিনি রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি তৈরি করে। চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ-এই দুই রোগই কিডনি বিকল হওয়ার প্রধান কারণ।এছাড়াও এনার্জি ড্রিঙ্কে রয়েছে গুয়ারানা, টাউরিন ও অতিরিক্ত ভিটামিন বি। যা শরীরের ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। এর ফলে ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়ামের মাত্রা কমে গিয়ে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।চিকিৎসকদের মতে, নিয়মিত এনার্জি ড্রিঙ্ক খেলে শরীর ধীরে ধীরে এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে ক্লান্তি দূর হওয়ার বদলে শরীর আরও দুর্বল হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে অনিদ্রা, হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং মাথা ঘোরার সমস্যাও দেখা দেয়, যা কিডনির ওপর পরোক্ষ চাপ তৈরি করে। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, ক্লান্তি দূর করতে এনার্জি ড্রিঙ্ক নয়, পর্যাপ্ত ঘুম, জল, ফল, সাধারণ কফি খেতে পারেন। আর একান্তই এনার্জি ড্রিঙ্ক খেতে ইচ্ছে হলে নিয়মিত না খাওয়াই শ্রেয়। উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগ থাকলে এই ধরনের পানীয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকুন। মনে রাখবেন, শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য স্বাভাবিক উপায়ই সেরা। আলাদা করে বাড়তি বাজারচলতি প্যাকেটজাত দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবর্জনা তোলার জন্য রোলস-রয়েস !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাসের নানা কাহিনী এখনও মানুষকে চমকে দেয়। এমনই একটি গল্প হায়দ্রাবাদের শেষ নিজাম মীর ওসমান আলি খানের সঙ্গে জড়িত। জানা গিয়েছে, নিজাম একবার তাঁর নাম কেনা রোলস-রয়েস গাড়িগুলো, একটি ইংরেজ শোরুমকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। সেটাই ছিল নিজামকে অপমানের বদলা। আপনি যদি পুরো গল্পটি না জেনে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্য তা তুলে ধরছি। ঘটনাটি ১৯২০ সালে লন্ডনে ঘটেছিল। কথিত আছে, হায়দ্রাবাদের শেষ নিজাম যখন একটি বিদেশি দেশে রোলস-রয়েসের শোরুমে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সাধারণ পোশাকে ছিলেন। কথিত আছে, সাধারণ পোশাক পরার কারণে শোরুমের কর্মীরা তাঁকে অপমান করেছিল, কারণ তাঁরা ভেবেছিল যে তিনি একজন সাধারণ মানুষ এবং বহুমূল্যের সেই গাড়িগুলো কেনার সামর্থ্য তাঁর নেই। অভিযোগ যে, নিজামকে শোরুম থেকে বের করেও দেওয়া হয়েছিল। নিজামের এই অপমান তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত হানে। ফলস্বরূপ, তিনি রাজকীয় পোশাকে শোরুমে ফিরে যান এবং বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল গাড়ি কেনেন। নগদ টাকায় গাড়িগুলো কিনে নেন নিজাম। নিজাম যখন হায়দ্রাবাদে ফিরে আসেন, তখন তিনি গাড়িগুলোর সামনে ঝাড়ু লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পরে তিনি সেই রাজকীয় গাড়িগুলো পৌর সংস্থার কর্মীদের হাতে তুলে দেন। আবর্জনা সংগ্রহের জন্য গাড়িগুলো ব্যবহার করা হয়। মীর ওসমান আলি খান ছিলেন হায়দ্রাবাদের শেষ নিজাম। ১৯৩৭ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাঁকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করে। তাঁর প্রচুর সম্পত্তি ছিল, যার মধ্যে ছিল মূল্যবান রত্ন, বিলাসবহুল গাড়ি এবং একাধিক রাজকীয় গাড়ি।কথিত আছে, ৩৭ বছরের শাসনকালে হায়দ্রাবাদের শেষ নিজাম শহরের উন্নয়নে ব্যাপক সহায়তা করেছিলেন। তিনি 'আধুনিক হায়দ্রাবাদের স্থপতি' হিসেবে পরিচিত।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/7/2026 3:35 PM Page 4

কাটমানি রুখতে তৎপর পুলিশ, চালু হল হেল্পলাইন

নয়া জামানা ,তমলুক ঃ সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি ও কাটমানি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ৭০৪৭৯৮৯৮০০ নম্বরটি হেল্পলাইন হিসেবে চালু করা হয়েছে। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত সুপার মিতুন কুমার দে জানান, 'বাংলার বাড়ি' সহ যে কোনও সরকারি প্রকল্পে কেউ কাটমানি চাইলে বা পরিষেবা দিতে টালবাহানা করলে এই নম্বরে সরাসরি অভিযোগ জানানো যাবে। ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকা এই পরিষেবায় অভিযোগকারীর পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, অভিযোগের সপক্ষে কোনও অডিয়ো বা ভিডিয়ো প্রমাণ থাকলে পুলিশ প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করবে। দলমত নির্বিশেষে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলার প্রতিটি থানার ওসি ও আইসি-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তবে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পুলিশের এই উদ্যোগ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি নেতা অসীম মিশ্র বিষয়টিকে 'আইওয়াশ' এবং 'নির্বাচনী গিমিক' বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর দাবি, গোটা প্রশাসনই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাই এই হেল্পলাইন কোনও কাজে আসবে না। অন্যদিকে, তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজিত রায় পুলিশের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষকে আবাস যোজনার টাকা দিয়েছেন। কেউ যদি উপভোক্তাদের কাছে টাকা চায়, তবে প্রশাসন ও পুলিশকে অবশ্যই জানানো উচিত।

চা বাগান থেকে অজগর উদ্ধার

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ নাথুয়াহাটের জলঢাকা এলাকার আলতা ডাঙ্গা চা বাগানে শনিবার দুপুরে একটি বিশাল আকারের অজগর সাপ ধরা পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। শনিবার দুপুর প্রায় বারোটা নাগাদ চা বাগানের একটি ফাঁকা জমিতে, একটি পুকুরের পাশেই অজগর সাপটিকে দেখতে পাওয়া যায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাপটিকে এক নজর দেখতে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান বহু মানুষ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এক মহিলা গবাদি পশু ফাঁকা মাঠে বাঁধতে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রথম এই বিশাল আকৃতির অজগর সাপটিকে দেখতে পান। বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দারা সতর্কতার সঙ্গে সাপটিকে উদ্ধার করে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা হাসিবুল হক জানান, অজগর সাপটি প্রায় ১০ ফুট লম্বা। পরে খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে তাদের হেফাজতে নিয়ে উদ্ধার করেন। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধার করা অজগর সাপটির প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পর তাকে উপযুক্ত জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় এলাকায় কিছুটা আতঙ্কের সৃষ্টি হলেও, স্থানীয়দের তৎপরতা ও বনদপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মধ্যে।

মালদা-দেওঘর ট্রেনের দাবিতে রেলকে চিঠি সরব তৃণমূল যুব নেতার

নয়া জামানা, মালদা ঃ আসন্ন শিবরাত্রি উৎসবের আগে মালদা থেকে দেওঘর পর্যন্ত সরাসরি ট্রেনের দাবিতে ফের রেল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেন মালদা জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা অঘ্যদীপ দাস। দীর্ঘ ৫ মাস আগে একই দাবি জানানো হলেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় পুনরায় ডিআরএম-কে খোলা চিঠি পাঠালেন তিনি।প্রতিবেদনের মূল নির্যাস হল সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগ। মালদা জেলায় কয়েক হাজার শিবভক্ত ও অনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গী রয়েছেন, যাঁদের দেওঘর যাতায়াতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। অঘ্যদীপ দাসের অভিযোগ, বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও রেল কর্তৃপক্ষ নীরব। ৫ মাস অতিক্রান্ত হলেও কোনও সদর্থক পদক্ষেপ না নেওয়ায় সাধারণ পুণ্যার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।তাঁর দাবি, উৎসবের কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে এই রুটে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হোক। রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের দ্রুত হস্তক্ষেপ চেয়ে অঘ্যদীপ জানিয়েছেন, দ্রুত কোনও ব্যবস্থা না হলে পুণ্যার্থীদের স্বার্থে বৃহত্তর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

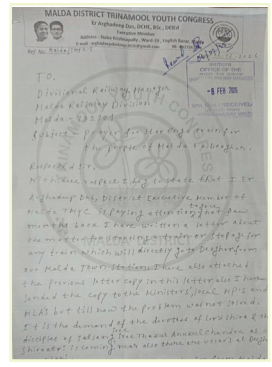

বিধানসভায় অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব, ওয়াকআউট বিজেপির

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শনিবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে শাসকদলের আনা নিন্দাপ্রস্তাবের প্রতিবাদে এবং স্পিকারের ভূমিকার সমালোচনা করে এদিন অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে গেরুয়া শিবির। শুক্রবারের রেশ ধরে শনিবারও দফায় দফায় হট্টগোলে উত্তাল হয় বিধানসভার কক্ষ।ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। বাজেট সংক্রান্ত আলোচনা চলাকালীন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বিস্ফোরক অভিযোগ করেন যে, মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরি হয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন সেখান থেকে কোনো ইঞ্জিনিয়ার বের হয় না? একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিকভাবে মদত দিচ্ছে। তাঁর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি পালটা বলেন, সংখ্যালঘুরা অপরাধী নন। এপিজে আবদুল কালাম কি অপরাধী ছিলেন? আপনারা আসলে সংখ্যালঘুদের ঘৃণা করেন।শনিবার অধিবেশন শুরু হতেই পরিস্থিতির অবনতি হয়। তৃণমূল বিধায়করা ইতিমধ্যে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান। স্পিকার অগ্নিমিত্রা পলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে একটি নিন্দাপ্রস্তাব আনলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের দাবি, বিধায়ককে তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ না দিয়েই একতরফাভাবে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে।বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী অভিযোগ করেন , আমাদের বিধায়ক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন এবং দিয়েছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র দুজন সংখ্যালঘু বিধায়ক ও মন্ত্রীকে তুষ্ট করতে সরকার এই নিন্দাপ্রস্তাব এনেছে। সংখ্যাধিক্যের জোরে তাঁরা এটি পাশ করতে চান। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিজেপি পরিষদীয় দল তীব্র নিন্দা জানিয়ে অধিবেশন বয়কট করার ঘোষণা দেয়।স্পিকার অবশ্য তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে জানান, সংসদীয় শিষ্টাচার বজায় রাখা জরুরি এবং উস্কানিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবেই। শাসক শিবিরের মতে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের অবদান অনস্বীকার্য, তাই ঢালাওভাবে একটি সম্প্রদায় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করা অসাংবিধানিক।সব মিলিয়ে অগ্নিমিত্রা পলের মন্তব্য ও তাকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধী তরজায় বিধানসভার স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়েছে।

ভোটার তালিকায় কারচুপি! জীবিতদের মৃত সাজানোর অভিযোগে উত্তপ্ত বাদুড়িয়া ও গাইঘাটা

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ভোটার তালিকা সংশোধনী প্রক্রিয়ার শেষলগ্নে উত্তর ২৪ পরগনায় ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উঠল। বাদুড়িয়া ও গাইঘাটার একাধিক বুথে বহু জীবিত ভোটারকে 'মৃত' দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে জেলাশাসকের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর।শনিবার ছিল ভোটার তালিকা সংশোধনের শুনানি পর্বের শেষ দিন। তার আগেই বাদুড়িয়ার চণ্ডিপুর ও যশাইকাটি-আটঘরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এবং গাইঘাটার ধরমপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। অভিযোগ, বাদুড়িয়ার ৩৩ জন এবং গাইঘাটার ৬ জন জীবিত ভোটারের নামে ফর্ম-৭ (নাম বাতিলের আবেদন) জমা দিয়ে তাঁদের মৃত বলে দেখানো হয়েছে। ভুক্তভোগী ভোটাররা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়ে জানান, তাঁরা সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও কোনো যাচাই ছাড়াই তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তৃণমূল নেতা মেহেবুর আলমের দাবি, নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি পরিকল্পিতভাবে এই চক্রান্ত করছে। অন্যদিকে, বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া বানচালের চেষ্টার অভিযোগ তুলেছে। বিএলও-দের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সত্তরোর্ধ্ব ভোটার আকবর মণ্ডল, ফতেমা বিবিরা।

বাদুড়িয়ার বিডিও পার্থ হাজরা জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগ মিলেছে এবং গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। সিইও দপ্তর স্পষ্ট করেছে যে, ভোটার তালিকায় কোনো অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না।

সংবাদ নয়া জামানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা ও মহকুমা থেকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৮৯২৭৭৮৮১০৪

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 2/7/2026 3:35 PM Page 5

মিউজিয়াম অফ অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স

কলকাতায় মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিমান-রেল-নৌকা, মুদ্রা-ডাক, প্রত্নতত্ত্ব-পুরাতত্ত্ব;কলকাতায় এই সবকিছু নিয়েই সংগ্রহশালা আছে। আছে বিজ্ঞান নিয়ে একাধিক মিউজিয়াম, ছিল না শুধু মহাকাশ বিষয়ে সংগ্রহশালা। সে ঘাটতিও পূরণ হয়েছে, শুধু কলকাতা নয় সারা দেশের জন্য।মূলত ছাত্র ও যুবসমাজকে মহাকাশ সম্পর্কে অবগত করতেই এই মিউজিয়াম নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনা করা বেশিরভাগ পড়ুয়াই জীবিকা সংক্রান্ত পড়াশোনার দিকে ঝুঁকছেন।

এই জীবিকা সর্বস্ব মনোভাব শুধুমাত্র মহাকাশ-বিজ্ঞান নয় সুদূরপ্রসারী যাবতীয় বিজ্ঞানচর্চা বা গবেষণার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে এই ধরনের 'ওয়েল কিউরেটেড' সংগ্রহশালা পড়ুয়াদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করার পাশাপাশি মহাকাশ বিষয়ক অনেক কৌতূহলও নিবারণ করবে। জীবিকা সর্বস্ব মনোভাব সুদূরপ্রসারী বিজ্ঞানচর্চা বা গবেষণার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে এই ধরনের 'ওয়েল কিউরেটেড' সংগ্রহশালা পড়ুয়াদের বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করার পাশাপাশি মহাকাশ বিষয়ক অনেক কৌতূহলও নিবারণ করবে।১৯৮৪ সালে রুশ মহাকাশযানে চেপে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন বায়ুসেনার তৎকালীন স্কোয়াড্রন লিডার রাকেশ শর্মা। ৭ দিন মহাশূন্যে কাটিয়ে ফিরে এসেছিলেন পৃথিবীতে। ২০২৩-এ এই মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছিলেন তিনিই , দেশের প্রথম মহাকাশচারী। এই মিউজিয়ামে রয়েছে মহাকাশ জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একাধিক দ্রষ্টব্য জিনিস। সবমিলিয়ে মোট ১২০০ জিনিস রয়েছে দর্শকদের জন্য।

আছে মহাকাশযানের প্রতিরূপ বা 'রেপ্লিকা'। বিভিন্ন মহাকাশচারীদের অটোগ্রাফ, প্রথম কোনও মহাকাশচারী চাঁদে পৌঁছে কী দেখেছিল, এমনকি সেখান থেকে সংগ্রহ করা নানা জিনিস রাখা হয়েছে এই মিউজিয়ামে।সেখানে রয়েছে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানের মডেল (এতে চেপেই চাঁদে গিয়েছিলেন নিল আর্মস্ট্রং-সহ তিন জন মার্কিন মহাকাশচারী)। তার ভিতরে তিন মহাকাশচারীর পুতুলও আছে। আছে অরভিল এবং উইলবার রাইটের তৈরি করা প্রথম প্লেনের মডেল। এ ছাড়াও, প্রথম ভারতীয় হিসাবে বেলুনে চেপে আকাশে পাড়ি দেওয়া রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কলকাতার বাসিন্দা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রকেট নির্মাতা স্টিফেন হেক্টর টেলর স্মিথের নানা স্মারক। আছে চাঁদের এবং মঙ্গলের মাটি, ৩৭০ কোটি বছর পুরোনো জীবাশ্ম, ছায়াপথের প্রদর্শনী এবং একটি ছোটো মাপের তারামণ্ডলও।

ভারতের প্রথম মহাকাশ বিষয়ক সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে পূর্ব কলকাতার ই এম বাইপাসে মুকুন্দপুরে, ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স (আইসিএসপি)-এর নবনির্মিত ভবনের প্রথম তলায়। প্রায় সাড়ে সাত হাজার স্কোয়ার ফিট জায়গা জুড়ে রয়েছে এই জ্যোতির্বিদ্যার জাদুঘরটি। নাম দেওয়া হয়েছে, মিউজিয়াম ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স। প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অধ্যাপক সন্দীপ চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, মিউজিয়ামের টিকিট মূল্য- ১০০ টাকা।

তবে একসঙ্গে ২৫টির বেশি টিকিট কাটলে বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য বাড়তি সুযোগ থাকছে সেই স্পেস মিউজিয়াম ভ্রমণের ক্ষেত্রে। অনলাইন এবং অফলাইন দু'ভাবেই টিকিট কাটার ব্যবস্থা আছে। বুধবার মিউজিয়াম বন্ধ রাখা হয়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।